গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
প্রবিধি অনুবিভাগ
প্রবিধি শাখা-৫
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mof.gov.bd



জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের পরিচালনা পর্ষদের ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, এমপি মন্ত্রী
সভার তারিখ	১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ খ্রি.
সভার সময়	দুপুর ১:০০ টা
স্থান	অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয়ের সম্মেলন কক্ষ, অর্থ বিভাগ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট- 'ক'

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের পরিচালনা পর্ষদের ৪র্থ সভা ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ খ্রি. তারিখ বেলা ১:০০ টায়অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ও মন্ত্রী,অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় জনাব আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, এমপি। সভায় উপস্থিত পর্ষদ সদস্যগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" তে দেয়া হলো।

০২। সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিচালনা পর্ষদের সদস্য-সচিব ও জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান আলোচ্য বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় এজেন্ডাভুক্ত বিষয়সমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

আলোচ্যসূচি ১- পেনশন পরিচালনা পর্ষদের 06ই অক্টোবর ২০২৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:

পরিচালনা পর্ষদের ০৬ অক্টোবর ২০২৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীর আলোকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হয় (পরিশিষ্ট-খ)। সভায় জানানো হয় যে, পরিচালনা পর্ষদের বিগত সভায় মোট ০৯টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। সভায় উপস্থাপিত বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার পর পর্ষদ সদস্যগণ সন্তোষ প্রকাশ করেন। তবে প্রগতি স্কিমে তফসিলি ব্যাংকসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের অংশগ্রহণের বিষয়টি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি ও সকল তফসিলি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের নিয়ে সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সভাপতিত্বে একটি সভা আয়োজন এবং বিদ্যমান স্কিমসমূহে বীমা সুবিধা সংযোজনের বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জীবন বীমা কর্পোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে একটি পৃথক সভা আয়োজনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পেনশন পরিচালনা পর্ষদের ৩য় সভার কার্যবিবরণীতে কোনো সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় তা দৃঢ়ীকরণের বিষয়ে সবাই একমত পোষণ করেন।

আলোচ্যসূচি ২- স্কিমসমূহে গ্রাহক নিবন্ধন ও বিনিয়োগ সম্পর্কিত সর্বশেষ তথ্য উপস্থাপন:

পেনশন পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সদস্যগণকে অবহিত করা হয় যে, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত সর্বমোট 3,7৯,৪৫০ জন গ্রাহক পেনশন স্কিমে নিবন্ধন করেছেন। এ সময়ের মধ্যে মোট ২৯,১১,৮৯,০০০ (দুইশ উননব্বই কোটি এগারো লাখ উননব্বই হাজার) টাকা চাঁদা হিসেবে জমা হয়েছে। জমাকৃত চাঁদা পর্যায়ক্রমে ট্রেজারী বিল এবং ট্রেজারী বন্ডে বিনিয়োগ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট বিনিয়োগের পরিমাণ 320,29,81,404.97 (তিনশ বিশ কোটি উনত্রিশ লাখ একাশি হাজার চারশ চার টাকা সাতানব্বই পয়সা) টাকা। যার ফেসভেলু 323,67,00,000.00 (তিনশ তেইশ কোটি সাতষট্টি লাখ) টাকা মাত্র।

আলোচ্যসূচি 3- ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে বিনিয়োগকৃত অর্থের বিপরীতে মুনাফা প্রদানের অনুমোদন

সভায় অবহিত করা হয় যে, ৩০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত প্রাপ্ত চাঁদার উপর সাবস্ক্রাইবারদের মুনাফা প্রদানের জন্য পর্ষদের অনুমোদন প্রয়োজন। সভায় জানানো হয় যে,

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত সর্বজনীন পেনশন স্কিমে ৩০ জুন ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত মোট সাবস্ক্রাইবারের সংখ্যা ছিল ৩,৭৮,৩৮০ (তিন লক্ষ আটাত্তর হাজার তিনশত আশি) জন এবং সাবস্ক্রাইবার কর্তৃক জমাকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ২৭৪,৮১,২৩,৫০০/-(দুইশত চুয়াত্তর কোটি একাশি লক্ষ তেইশ হাজার পাঁচশত টাকা)। ৩০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত জমাকৃত অর্থের পরিমাণ এবং জমাকৃত অর্থ ট্রেজারি বন্ড ও বিলে বিনিয়োগপূর্বক প্রাপ্ত মুনাফাসহ মোট ২৯৮,৩২,৫৬,১২১.১১/- (দুইশত আটানব্বই কোটি বত্রিশ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার একশত একুশ টাকা এগার পয়সা) বিনিয়োগ করে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ২৮,১৬,৫৫,১২৪.৫৫/- (আটাশ কোটি ষোল লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার একশত চব্বিশ টাকা পঞ্চান্ন পয়সা) মুনাফা অর্জিত হয়েছে। পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হলে বিনিয়োগ সময়কালের ভিত্তিতে হিস্যা অনুযায়ী বিনিয়োগের প্রাপ্য মুনাফা বিনিয়োগকারীগণের পেনশন হিসাবে প্রদান করা যেতে পারে মর্মে সভায় জানানো হয়।

সভায় আরও জানানো হয়, অর্জিত মোট ২৮,১৬,৫৫,১২৪.৫৫/- টাকা মুনাফার মধ্যে ২৮,১৬,৫৫,০৪৮.৮০ টাকা গ্রাহকদের মধ্যে বণ্টনযোগ্য এবং ভগ্নাংশ সমন্বয়ের কারণে ৭৫.৭৫ টাকা অবশিষ্ট থাকবে। মুনাফার সমুদয় টাকা প্রস্তাব মোতাবেক সাবস্ক্রাইবারদের মধ্যে বিতরণ করা হলে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ মুনাফার হার হবে ১১.৭২% এবং সর্বনিম্ন মুনাফার হার হবে ১১.৬৮%। পরিচালনা পর্ষদের সদস্যগণ আলোচনায় অংশ নিয়ে প্রাপ্ত সমুদয় মুনাফা হিসাব অনুযায়ী সাবস্ক্রাইবারদের পেনশন হিসাবে প্রদান করা যৌক্তিক হবে বলে অভিমত প্রকাশ করেন। স্কিমে অংশগ্রহণকারীরা তাদের নিজ নিজ হিসাবে ঢুকে প্রাপ্ত মুনাফার পরিমাণ দেখতে পারবেন এবং এর ফলে পেনশন স্কিমের উপর সাবস্ক্রাইবারদের আস্থা বৃদ্ধি পাবে মর্মে সদস্যগণ একমত প্রকাশ করেন।

আলোচ্যসূচি ৪- সর্বজনীন পেনশন স্কিমসমূহে ইসলামিক ভার্সন চালুকরণ:

সভায় আলোচনা করা হয় যে, সর্বজনীন পেনশন স্কিমকে দেশের সাধারণ জনগণের কাছে আরও গ্রহণযোগ্য ও প্রাসঙ্গিক করে তোলার লক্ষ্যে বিদ্যমান প্রতিটি স্কিমে ইসলামিক (শরিয়াহ-সম্মত) ভার্সন চালুর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। স্কিমটি কার্যকরভাবে

ডায়েরী নং- ৮৩২
তারিখ- ২৫/১০/২৫
যুগ্ম সচিব (প্রশাসন / বা.ও অ.)
যুগ্ম সচিব (জামাস / পাউ)
প্রোগ্রামার
হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
পি ও / অন্যান্য
পেশ করুন / জরুরী

বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে এবং এ প্রক্রিয়ায় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক (ADB) বিশেষজ্ঞগণ সম্পৃক্ত রয়েছেন। প্রচলিত স্কিমসমূহের পাশাপাশি প্রবাস (শরিয়াহ), প্রগতি (শরিয়াহ) সুরক্ষা (শরিয়াহ) সমতা (শরিয়াহ) স্কিম চালুর বিষয়েও সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। এছাড়াও সাবস্ক্রাইবারদের জমাকৃত অর্থ পর্যায়ক্রমে ট্রেজারী বিল এবং ট্রেজারী বন্ডে বিনিয়োগ করার পাশাপাশি সুসুক বন্ডেও বিনিয়োগের বিষয়ে আলোচনা হয়।

আলোচ্যসূচি ৫- জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত স্কিমসমূহে পেনশন শুরুর বয়স ৫৫ বছর নির্ধারণ প্রসঙ্গ:

সভায় জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত স্কিমসমূহে পেনশন শুরুর বয়স বর্তমান ৬০ বছর থেকে ৫৫ বছর নির্ধারণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। বর্তমানে পেনশন প্রাপ্তির বয়স ৬০ বছর হওয়ায় চাঁদাদাতাকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়; কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ অপেক্ষার সময় ৪২ বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে। সভায় উল্লেখ করা হয় যে, বেসরকারি খাতের কর্মচারী, তৈরি পোশাক শিল্প এবং বিভিন্ন কলকারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের অনেকেই শারীরিক পরিশ্রম নির্ভর কাজে নিয়োজিত থাকায় ৪৫-৫০ বছর বয়সের মধ্যে কর্মক্ষমতা হ্রাসের কারণে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে থাকেন। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (BGMEA) পেনশন শুরুর বয়স ৫৫ বছর নির্ধারণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। এ সংক্রান্ত অনুরোধপত্র সভায় উপস্থাপন করা হয়।

আলোচ্যসূচি ৬- পেনশনারের মৃত্যুতে নমিনি (স্বামী/স্ত্রী)-কে আজীবন পেনশন প্রদান প্রসঙ্গ:

সভায় পেনশনারের মৃত্যুর পর তাঁর স্বামী/স্ত্রীর দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নমিনি (স্বামী/স্ত্রী)-কে আজীবন পেনশন প্রদানের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। বর্তমানে প্রচলিত বিধান অনুযায়ী পেনশনারের মৃত্যুর পর নমিনি ৭৫ বছর বয়সসীমা পর্যন্ত পেনশন সুবিধা পেয়ে থাকেন। এর পরিবর্তে নমিনি (স্বামী/স্ত্রী)-কে আজীবন পেনশন প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করা হলে, পেনশন ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেতে পারে মর্মে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়।

সভায় আরও উল্লেখ করা হয় যে, বিশেষত বয়স্ক ও আর্থিকভাবে নির্ভরশীল স্বামী/স্ত্রীর ক্ষেত্রে আজীবন পেনশন প্রদানের ব্যবস্থা দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহায়ক হতে পারে। একই সঙ্গে পরিবারের উপার্জনক্ষম সদস্যের মৃত্যুর পর সৃষ্ট আর্থিক ঝুঁকি ও দারিদ্র্য হ্রাসেও এ ব্যবস্থা ভূমিকা রাখতে পারে। এ প্রসঙ্গে সরকারি পেনশন ব্যবস্থায় নমিনিকে আজীবন পেনশন প্রদানের বিদ্যমান ব্যবস্থার বিষয়টি সভায় উল্লেখ করা হয়।

০৭। ৫-বছর অর্থ জমাকরণের পর অক্ষমতাজনিত (শারীরিক/আর্থিক) কারণে কর্তৃপক্ষের বিশেষ বিবেচনার ভিত্তিতে পেনশনারকে অর্থ উত্তোলনের (Exit Plan) সুযোগ প্রদান প্রসঙ্গ:

দীর্ঘমেয়াদি পেনশন স্কিমের আওতাভুক্ত কোনো চাঁদাদাতা গুরুতর অসুস্থতা দুর্ঘটনাজনিত শারীরিক অক্ষমতা, অনিবার্য আর্থিক সংকট বা অন্য কোনো অনিবার্য কারণে নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত নিয়মিত চাঁদা প্রদান অব্যাহত রাখতে অসমর্থ হতে পারেন। এ ধরনের বিশেষ পরিস্থিতিতে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বছর চাঁদা প্রদানের পর কর্তৃপক্ষের বিশেষ বিবেচনায় নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে Exit Plan-এর

আওতায় জমাকৃত অর্থের ২% মুনাফা সাভস চাজ বাবদ কতনপূবক অবাশষ অর্থের মুনাফাসহ ওত্তোলনের সুযোগ রাখা হলে চাঁদাদাতাদের আর্থিক নিরাপত্তা এবং পেনশন ব্যবস্থার প্রতি আস্থা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে মর্মে সভায় আলোচনা হয়। তবে, কোন কোন পরিস্থিতিকে 'অক্ষমতা', 'অনিবার্য কারণ' বা Exit Plan গ্রহণের উপযুক্ত কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং এ সুবিধা গ্রহণের জন্য কী কী যোগ্যতা ও শর্ত প্রযোজ্য হবে তা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা প্রয়োজন মর্মে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়। একই সঙ্গে এ ধরনের সুবিধা প্রদানের ফলে দীর্ঘমেয়াদি পেনশন ব্যবস্থার আর্থিক স্থিতিশীলতা ও ভবিষ্যৎ দায়ের ওপর কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে, তাও যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন বলে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

এ পরিপ্রেক্ষিতে, Actuarial Study-এর মাধ্যমে Exit Plan-এর আওতায় সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে উপযুক্ত অক্ষমতা, অনিবার্য পরিস্থিতি, যোগ্যতা, ক্যাটাগরি, শর্ত ও আর্থিক প্রভাব পর্যালোচনা করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ/মতামত প্রদানের বিষয়ে আলোচনা হয়। উক্ত Actuarial Study-এর ফলাফল ও সুনির্দিষ্ট সুপারিশের ভিত্তিতে পরবর্তী সময়ে Exit Plan-এর বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

০৮। আইন অনুযায়ী ঋণ কার্যক্রম পুনরায় চালু ও অব্যাহত রাখা প্রসঙ্গ:

সভায় সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৩-এর ১৪(ড) ধারায় পেনশনারের জমাকৃত অর্থের পরিমাণ ১ (এক) লক্ষ টাকা বা ততোধিক হলে উক্ত জমাকৃত অর্থের সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশ ঋণ হিসেবে উত্তোলন এবং তা ২৪ (চব্বিশ) কিস্তিতে পরিশোধের বিধান রয়েছে মর্মে আলোচনা করা হয়। সভায় উল্লেখ করা হয় যে, বর্তমানে ঋণ প্রদান কার্যক্রম স্থগিত থাকায় আইনানুযায়ী বিদ্যমান এ সুবিধা থেকে চাঁদাদাতাগণ বঞ্চিত হচ্ছেন এবং বিষয়টি তাঁদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। পেনশন ব্যবস্থায় চাঁদাদাতাদের আস্থা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইনানুযায়ী ঋণ কার্যক্রম পুনরায় চালু ও অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।

০৯। প্রতিটি নিবন্ধনের বিপরীতে ইউডিসিকে প্রদেয় কমিশন ১৫ টাকার পরিবর্তে ২৫ টাকা নির্ধারণ এবং ব্যাংক ডাক বিভাগ ও মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসসহ অন্যান্য অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানকে একই হারে কমিশন প্রদান প্রসঙ্গ:

সভায় সর্বজনীন পেনশন স্কিমের নিবন্ধন কার্যক্রমকে গতিশীল ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি)-কে প্রতি নিবন্ধনের বিপরীতে বর্তমানে ১৫ (পনেরো) টাকা হারে প্রদেয় কমিশনের পরিমাণ ২৫ (পঁচিশ) টাকা নির্ধারণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় উল্লেখ করা হয় যে, কমিশনের হার ১৫ (পনেরো) টাকার পরিবর্তে ২৫ (পঁচিশ) টাকা নির্ধারণ করা হলে সর্বজনীন পেনশন স্কিমের নিবন্ধন কার্যক্রমে ইউডিসির অংশগ্রহণ ও কার্যকারিতা আরও বৃদ্ধি পাবে। একইসঙ্গে, নিবন্ধন কার্যক্রম দেশব্যাপী সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ব্যাংক, ডাক বিভাগ, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (MFS), এনজিও এবং অন্যান্য অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিবন্ধন সম্পাদনের ক্ষেত্রে একই হারে কমিশন প্রদানের বিষয়েও সভায় আলোচনা করা হয়।

১০। ১ম পরিচালনা পর্ষদ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্কিমসমূহে স্বাস্থ্যবীমা চালুর অনুমোদন প্রসঙ্গ:

সভায় সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার আওতায় চাঁদাদাতাদের বার্ধক্যকালীন আর্থিক নিরাপত্তার পাশাপাশি স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবিলার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় উল্লেখ করা হয় যে, বার্ধক্যজনিত স্বাস্থ্যঝুঁকি ও চিকিৎসা ব্যয় একজন ব্যক্তির আর্থিক নিরাপত্তার ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে। এ প্রেক্ষাপটে পেনশন সুবিধার পাশাপাশি স্বাস্থ্যবীমা সংযুক্ত করা হলে চাঁদাদাতাদের জন্য একটি সমন্বিত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

সভায় আরও উল্লেখ করা হয় যে, বিশেষত পেনশনার ও তাঁদের পরিবারের আকস্মিক এবং উচ্চ চিকিৎসা ব্যয়ের ঝুঁকি হ্রাসে স্বাস্থ্যবীমা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১ম পরিচালনা পর্ষদ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে সর্বজনীন পেনশন স্কিমসমূহে স্বাস্থ্যবীমা চালুর কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। স্বাস্থ্যবীমা চালুর ক্ষেত্রে কোন কোন স্বাস্থ্যঝুঁকি, চিকিৎসাজনিত ঘটনা বা শারীরিক অক্ষমতার ক্ষেত্রে এ সুবিধা প্রযোজ্য হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত ও শ্রেণিবিন্যাস করা প্রয়োজন মর্মে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়। বিশেষ করে অঙ্গহানি, দুর্ঘটনাজনিত শারীরিক ক্ষতি, গুরুতর অসুস্থতা বা স্থায়ী অক্ষমতার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবীমার সুবিধা প্রদানের যোগ্যতা ও পরিধি সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা জরুরি বলে সভায় উল্লেখ করা হয়। এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড ও শর্ত নির্ধারণপূর্বক স্বাস্থ্যবীমা কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।

১১। বিবিধ (সভায় আরো কতিপয় বিষয়ে আলোচনা হয়, যা নিম্নরূপ) যথা:

১. সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ সভায় জানান যে, ডাক বিভাগের অধীন প্রায় ১৭-১৮টি সরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেখানে কর্মরত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রচলিত সরকারি পেনশন ব্যবস্থার আওতাভুক্ত নন। সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার প্রগতি স্কিমে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের বিষয়ে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

২. জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিভিন্ন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত যোগাযোগ ও সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সভায় আলোচনা করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সুদৃঢ় ও নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাদের জন্য কর্পোরেট মোবাইল সংযোগ (সিম) ও মোবাইল সেট প্রদানের/ক্রয়ের অনুমতি প্রদানের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।

৩. সর্বজনীন পেনশন কর্তৃপক্ষের আর্থিক কার্যক্রম, বিনিয়োগলব্ধ মুনাফা নিরূপণ ও চাঁদাদাতাদের হিসাবে মুনাফা জমাকরণের যথার্থতা নিশ্চিত করতে সরকারি অডিটের পাশাপাশি স্বনামধন্য Chartered Accountancy Firm-এর মাধ্যমে অডিট কার্যক্রম সম্পাদনের উপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।

৪. বিদেশগামী কর্মীদের প্রাক-প্রস্থান প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রদেয় হ্যান্ডবিল/লিফলেটে প্রবাস স্কিমে নিবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে বিষয়টি বিদেশ গমনের পূর্বশর্ত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে সভায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়।

৫. সর্বজনীন পেনশন স্কিমসমূহ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিজ্ঞাপন ও প্রচার কার্যক্রম, বিশেষত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, YouTube, Facebookসহ বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে মোশন গ্রাফিক্স, টিভিসি, স্বল্পদৈর্ঘ্য নাটিকা, গান ও

অন্যান্য সৃজনশীল কনটেন্ট প্রচারের ওপর সভায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। প্রয়োজনে এ কার্যক্রমে OTT প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের বিষয়েও গুরুত্বারোপ করা হয়।

০৩। সভায় সর্বসম্মতভাবে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

১। পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ:

পূর্ববর্তী পরিচালনা পর্ষদ সভার কার্যবিবরণীতে কোনো সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় তা দৃঢ়ীকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বিনিয়োগ মুনাফা বণ্টন:

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে সর্বজনীন পেনশন স্কিমসমূহের আওতায় বিনিয়োগকৃত অর্থের বিপরীতে অর্জিত মোট ২৮,১৬,৫৫,০৪৮.৮০ (আটাশ কোটি ষোল লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার আটচল্লিশ টাকা আশি পয়সা) মুনাফা সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগকারীদের হিস্যা অনুযায়ী তাঁদের পেনশন হিসাবে প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মুনাফার হার হবে ১১.৬৮ থেকে ১১.৭২।

৩। স্কিমসমূহে শরিয়াহসম্মত ভার্সন চালু:

বিদ্যমান সর্বজনীন পেনশন স্কিমসমূহে পৃথক ইসলামিক (শরিয়াহসম্মত) ভার্সন চালুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ লক্ষ্যে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পর্যালোচনা করত: স্কিম উন্নয়ন করবে।

৪। নমিনি (স্বামী/স্ত্রী)-এর পেনশন সুবিধার মেয়াদ সম্প্রসারণ:

পেনশনারের মৃত্যুর ক্ষেত্রে নমিনি (স্বামী/স্ত্রী)-কে বিদ্যমান ৭৫ বছর বয়সসীমার পরিবর্তে ৮০ বছর বয়স পর্যন্ত পেনশন সুবিধা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ লক্ষ্যে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ Actuarial সেবা গ্রহণ করত: প্রয়োজনীয় পর্যালোচনাক্রমে আগামী পর্ষদ সভায় উপস্থাপন করবে।

৫। ঋণ সুবিধা চালু :সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন ২০২৩ এর ধারা ১৪ (ড) এবং ০৭ জুন ২০২৬ তারিখের সর্বজনীন পেনশন বিধিমালা ২০২৩ এর অধিকতর সংশোধনী এর বিধি (৩),(৪)-(৮) অনুযায়ী ঋণ প্রদান শুরু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৬। নিবন্ধন কার্যক্রমে কমিশন পুনর্নির্ধারণ

সর্বজনীন পেনশন স্কিমে প্রতিটি নিবন্ধনের বিপরীতে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি)-কে প্রদেয় কমিশন১৫ (পনেরো) টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২৫ (পঁচিশ) টাকা নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ব্যাংক, ডাক বিভাগের ক্ষেত্রেও একই হারে কমিশন প্রদান করার বিষয়টি পর্যালোচনা করে আগামী বোর্ড সভায় উপস্থাপনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়।

৭। স্কিমসমূহে স্বাস্থ্যবীমা সুবিধা চালু:

সর্বজনীন পেনশন স্কিমসমূহের আওতায় স্বাস্থ্যবীমা সুবিধা চালুর নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের পূর্বে চাঁদাদাতা ও পেনশনারদের উপযুক্ত ক্যাটাগরি নির্ধারণপূর্বক প্রতিটি ক্যাটাগরির জন্য স্বাস্থ্যবীমার সুবিধা, কভারেজ, প্রিমিয়াম ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় নিরূপণ করে একটি সুস্পষ্ট প্রস্তাব পরবর্তী পরিচালনা পর্ষদ সভায় উপস্থাপন করবে।

৮। প্রগতি স্কিমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অন্তর্ভুক্তি:

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রচলিত সরকারি পেনশন ব্যবস্থার আওতাভুক্ত নন, তাঁদের সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার 'প্রগতি' স্কিমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থাকে অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৯। Chartered Accountancy Services-এর মাধ্যমে অডিট:

সরকারের বিধিবদ্ধ অডিট কার্যক্রমের পাশাপাশি Chartered Accountancy Services-এর মাধ্যমে অডিট কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১০। প্রবাস স্কিমে নিবন্ধন:

বিদেশগামী কর্মীদের প্রাক-প্রস্থান প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রদেয় হ্যান্ডবিল/লিফলেটে প্রবাস স্কিমে নিবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে বিষয়টি বিদেশ গমনের পূর্বশর্ত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১১। প্রচার ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি:

সর্বজনীন পেনশন স্কিমসমূহের প্রচার ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে মোশন গ্রাফিক্স, টিভিসি, স্বল্পদৈর্ঘ্য নাটিকা, গান ও অন্যান্য সৃজনশীল কনটেন্ট প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৪-১০-২০২৬
আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, এমপি
মন্ত্রী

নম্বর: ০৭.০০.০০০০.০০০.১৭৫.০৬.০০০৫.২৫.১২২

তারিখ: ২৯ আশ্বিন ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
১৪ অক্টোবর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, মহাপরিচালক ২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
৩। সচিব, সচিবের দপ্তর, অর্থ বিভাগ।
৪। ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।
৫। সচিব, সচিবের দপ্তর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৬। সচিব, সচিবের দপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৭। সচিব, সচিবের দপ্তর, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৮। সচিব, সচিবের দপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৯। সচিব, সচিবের দপ্তর, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।
১০। সচিব, সচিবের দপ্তর, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ।
১১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন,ই-৬/সি, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।
১২। প্রশাসক, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই),৬০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা (সি/এ), ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
১৩। সভাপতি, বাংলাদেশ এমপ্লায়ার্স ফেডারেশন, চেম্বার বিল্ডিং (৪র্থ তলা), ১২২-১২৪, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
১৪। সভাপতি, বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (বিডব্লিউসিসিআই),প্লট-২ (২য় ও ৩য় তলা), রোড-২৩/সি (গুলশান-১ পোস্ট অফিসের সামনের রাস্তা), গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।
১৫। নির্বাহী চেয়ারম্যান, নির্বাহী চেয়ারম্যান এর দপ্তর, জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ।
১৬। অতিরিক্ত সচিব, প্রবিধি ও বাস্তবায়ন, অর্থ বিভাগ।

১৭। যুগ্মসাচব, প্রাবাধ অনুাবভাগ, অথ াবভাগ।

১৮। যুগ্মসচিব, প্রবিধি অধিশাখা-৩, অর্থ বিভাগ।

১৯। উপসচিব, নীতি গবেষণা ও পরিবীক্ষণ- ১ শাখা, অর্থ বিভাগ।

২০। একান্ত সচিব (উপসচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব), সচিবের দপ্তর, অর্থ বিভাগ।

২১। চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, নির্বাহী চেয়ারম্যান এর দপ্তর, জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ।

২২। অফিস কপি, গার্ডফাইল।

১৭-১০-২০২৬
মোহাম্মদ বারিউল করিম খান
উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mowca.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩২.০০.০০০০.০০০.০১৮.৯৯.০০১৩.২৬.৭০৭

তারিখ: ১৮ কার্তিক ১৪৩৩
০৩ নভেম্বর ২০২৬

বিষয়: **জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের পরিচালনা পর্ষদের ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী**

অবগতি/সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

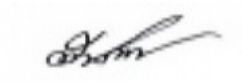

০৩-১১-২০২৬
দেবী চন্দ
উপসচিব
ফোন : ৫৫১০০৭৬৫
ইমেইল : dsadmin@mowca.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
২। নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা/একাডেমি/ফাউন্ডেশন-এর প্রধান (সকল)।
৩। যুগ্মসচিব (সকল), নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৪। উপসচিব (সকল), নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৫। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), মন্ত্রীর দপ্তর, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৬। সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল), নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৭। সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৮। প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৯। সহকারী সচিব / সমমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তা (সকল), নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
১০। প্রশাসনিক/ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (সকল), নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।